ফাতেমা নাজনীনের সুন্নিয়াত ভিত্তিক কিছু ভাবনা-

জশ্নে জুলুছ বানানেওয়ালা

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

জশ্‌নে জুলুছ বানানেওয়ালা

ঃ লেখিকা ঃ
ফাতেমা নাজনীন
কাদ্বেরিয়া ত্বরিকার
একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক
মোনায়েম মাষ্টারের বাড়ী, পূর্ব ধলই, কাটির হাট হাটহাজারী,
চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৯২১৪০৮১৬২, ০৩১-৬৫১৭৮০

ঃ প্রধান পরিবেশক ঃ
মদিনা বুকস্
ও
বিশেষ করে সুন্নিয়া মাদ্রাসার সংলগ্ন
দোকানগুলোতে সহ
অন্যন্যা দোকানেও পাওয়া যাবে
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

(মূল্য ঃ ১৫ টাকা)

ঃ মুদ্রণে ঃ
কালার কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
১৮০ আমিন শপিং সেন্টার (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৩৮৭০৬১

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

জশ্‌নে জুলুছ বানানেওয়ালা

সূচিপত্র

* লেখিকার কিছু কথা ৩
* পবিত্র কোরআন ৫
* নবীর (সাঃ) এর দামন ৭
* হশরের মাঠে খুঁজে নেবে ৯
* বড় পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) ১১
* হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) ও মুজমায়ে ছালাতে রাসূল ১৩
* ছিরিকোট শরীফ ও ছিরিকোটী হুজুর কেবলা ১৫
* তৈয়ব শাহ্, তৈয়ব শাহ্ ১৭
* তাহের শাহ্ হুজুর ক্বেবলা ১৯
* খোদা তোমার মহিমা ২১
* মেলা বানিয়ে দিলাম ২৩
* ঐ কবরের আঁধারে কেমন করে থাকিব ২৫

লেখিকার কিছু কথা

আমি একজন নব্য অর্থ্যাৎ নতুন লেখিকা। নতুন হলেও আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি। কারণ ইদানীং কালে আমার জীবনে প্রচন্ড একটি পরীক্ষা লক্ষ্য করেছি। টেনশন করে যদি ঘুম না আসে তাহলে, বই পড়া আমার, সেই পুরানো অভ্যাস। সেই পুরানো অভ্যাসটা আবার ইদানিং কালে ফিরে পেয়েছি। আগে যে ধরনের বই পেতাম সবই পড়তাম। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু বর্তমানে কাদ্বেরিয়া ত্বরিকার বিভিন্ন বই পড়া আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাদ্বেরিয়া ত্বরিকার সামান্য কিছু বই পুস্তক পড়ে আমার ভিতর ইদানিং কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। যা আমাকে আগের থেকেও বেশী ধৈর্য্যশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে উঠার জন্য সাহায্য করেছে।

আবদুল কাদের জিলানীর মাধ্যমে এই কাদ্বেরিয়া ত্বরিকার উদ্ভব হয়েছে। যিনি অলিকুল সর্দার শিরোমণি। তিনি বড়পীর নামেও প্রসিদ্ধ। হযরত বড়পীর (রাঃ) এই ত্বরিকা প্রাপ্ত হয়েছেন, আমাদের পেয়ারা রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে। যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের পথ প্রদর্শক। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ সৃষ্টি করবেন বলে, অনেক আদর করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের পেয়ারা হাবীব হযরত পুর নূর (সাঃ) যখন, মেহেরাজ শরীফ গমন করেন আল্লাহ পাক প্রেরিত বুরাক নামে বাহনের মাধ্যমে। তখন সেই অবিস্মরণীয় উর্দ্ধগমন এর সময় হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুসা (আঃ) সহ সমস্ত নবী পয়গম্বরগণ আমার নবী পাক (সাঃ) এর ইমামতিতে উনার পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন। সেই পিয়ারী হুজুর পাক রাসূল (সাঃ) থেকে প্রাপ্ত ত্বরিকা, এই কাদ্বেরিয়া ত্বরিকা। যাকে আল্লাহ পাক বিশ্ববাসী রহমত স্বরূপ নেয়ামত প্রদান করেছেন বিশ্ববাসী জন্য। অর্থাৎ আমার ভিতর এই জিনিসটাই সর্বক্ষণ আলোড়িত করে যে, এই কাদ্বেরিয়া ত্বরিকা আমরা যারা সুন্নিয়াতের ঝান্ডাধারী বা বাহক, তারা লাভ করেছি, আমাদের হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে। আমাদের

পেয়ারা হাবীব হুজুর পুর নূর (সাঃ) যা কিছু করেন সব আল্লাহ তায়ালার সাথে পরামর্শ করেই করেন। উনারা তো দুয়ে মিলে এক। আল্লাহ তায়ালা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুজনেই, একজন আরেক জনের মাঝে বিলীন বা একাকার। তাইতো এই ত্বরিকা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত মনোনীত ত্বরিকা। আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হলে তো আমাদের জন্যে হুজুর পাক (সাঃ) ও উসিলা হওয়ারও তৌফিক রাখেনা অর্থ্যাৎ আমার ভিতর ইদানীং যে ভাবের উদ্বেলতা আমি লক্ষ্য করেছি তা এই ক্বাদেরিয়ার বই পুস্তক পড়ার ফলে। সেটা আল্লাহ তায়ালার মহিমা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। পাঠক আপনারাই বলুন? আমরা এটাই বুঝতে পারলাম আল্লাহর তায়ালার কাছ থেকে আমার হুজুর পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই ক্বাদিরিয়া ত্বরিকা প্রাপ্ত। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাছ থেকে গাউছে পাক শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) আলাইহি প্রাপ্ত এই ক্বাদেরিয়া ত্বরিকা। অতপর পরবর্তীতে গাউছে পাক (রাঃ) আলাইহির কাছ থেকে ছিরিকোটি (রাঃ) আলাইহি প্রাপ্ত। তারপর ছিরিকোটি (রাঃ) আলাইহির কাছ থেকে সারাবিশ্ব ব্যাপী ক্বাদেরিয়ার ত্বরিকার কার্যক্রমের প্রসারতা লাভ। আর এই প্রসারতা এতই গগণচুম্বী আকারের হয়েছে যে, যার ফলাফল আমরা চোখে দেখতেই পাচ্ছি। আর এই বাতিল ফেরকার দলটি যামেলা করছে মাত্র আশি, একশ বছর ধরে। আর আহলে সুন্নাত আল বায়তের এই ক্বাদেরিয়া ত্বরিকা, আদি অনন্তকাল ধরে বহমান। এই ক্বাদেরিয়া ত্বরিকা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে প্রাপ্ত, কেয়ামতের ময়দানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আল্লাহ পাকের মনোনীত দল। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া পৃথিবীর বুকে একটি ধুলিকণাও স্থানচ্যুত হওয়ার ক্ষমতা রাখেনা। আমি এই বইটি লিখেছি বিশেষ করে এতিম বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে।

তাই পাঠক, আপনাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ আমি আমার ভিতর যে সুন্নাভিত্তিক ছোট ভাবনাটি অনুভব করেছি, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা নিয়ে। আমি মহিলা মানুষ বলে, বাঁকা চোখে না দেখে, যদি আমার এই প্রয়াসটি আপনারা আগ্রহ করে কিনেন, পড়েন তাহলে, আমি আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী আদায় করবো। আপনারা যদি বইটি কিনেন তাহলে, এতিম বাচ্চাদের সাহায্য হবে তাতে আপনারাও দোজাহানের কামিয়াবী হবেন অবশ্যই আশা করি।

পবিত্র কোরআন

পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরআন
আল্লাহর প্রেরিত এক অপূর্ব মহাদান
কোরআনে রয়েছে মানুষের জন্য
নেয়ামত অফুরান।

প্রিয় নবী হুজুর পাক (সঃ) এর
উপর ওহীর মাধ্যমে জিব্রাইল (আঃ) কে
দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ২৩ বছর ধরে
একটু একটু করে পাঠিয়েছিলেন
এই কোরআন, ধরাধাম এর উপরে।

অন্যান্য নবীগণের প্রতি যত মহাগ্রন্থ
নাযিল করেছিলো, আল্লাহ তায়ালা।
তারই মাঝে শুধু অবিকৃত রয়েছে,
আল কোরআন এর পাল্লা।

.....জশ্‌নে জুলুছ বানানেওয়ালা.....

পবিত্র কোরআন

পবিত্র কোরআন শরীফ আমি সব সময় তরজমাসহ পড়ার চেষ্টা করি। যখন আমি তরজমাসহ পড়ি তখন এমন অবস্থা হয় যে, পরিবেশ পরিস্থিতি যদি অনুকূলে থাকে, তাহলে খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই । বিশেষ করে আমি সব সময় সূরা মুযাম্মিল ও সূরা ইয়াছিন ইত্যাদি কয়েকটি নির্দিষ্ট সূরা আছে যা পড়ার চেষ্টা করি। যতবারই তরজমাসহ পড়ি, ততবারই নিজের মাঝে ভালো লাগার কখনো কমতি দেখি না। মনে হয়, আমি বাংলায় ভালো ছাত্রী ছিলাম বিধায়, জটিল শব্দের অর্থগুলো বুঝি বলে কোরআনের তরজমা পড়তে ভালো লাগে। আমি সব সময় চেষ্টা করি নিজের ভালো লাগার অনুভূতিটা, অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। যেমন, আলমগীর খানকাহ্ শরীফ এর কোন মাহ্ফিলে গেলে আমরা মহিলারা যে কথাবার্তা গুলো বলি তখন, কিছু সময্‌দার মহিলা অর্থ্যাৎ কিছু জ্ঞান গরিমা রাখে এমন মহিলাদের, কোরআন তরজমাসহ ভাবার্থ বুঝে পড়ার তাগিদ দিই। তাতে আমল আরো জোরদার হয়।

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

নবী (সাঃ) এর দামন

আমার নবী (সাঃ) এর দামন (আঁচল) ধইর‍্যা
চলি দুনিয়ার উপরে।
কোন ভয় ডর নাই
তাই এই অন্তরে।
আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর
নূরের কারণে,
হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কোন ক্ষতি হয় নাই
জলন্ত আগুনে।

আমার নবী (সাঃ) এর নূর ছিল
আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশেতে,
এবং অন্যান্য অঙ্গতে।
তাইতো ফেরেশতাকুল সিজদা দিত
আদমেরে অকাতরেতে।
তাই তো নবী (সাঃ) এর দামন
আমরা সকলে, যদি ধইর‍্যা চলি
দোজাহানে মুক্তি মিলবে আশা করি।

.....জশ্‌নে জুলুছ বানানেওয়ালা.....

নবী (সাঃ) এর দামন

আমার পেয়ারী হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও নিজ জন্মভূমিতে নিজ বংশের লোকদের দ্বারা সবসময় দংশিত বা জর্জরিত ছিলেন। তিনি মদিনাতে অধিকাংশ সময় ইসলামের জন্য হিজরতে কাটিয়ে ছিলেন। নিজ জন্মভূমি মক্কাতে সুখে কখনো তিনি নিজের আপনদের জন্য কাটাতে পারেন নি। আমিও নিজ ঘরে আপন আত্নীয়দের দ্বারা বিভিন্ন রকম ছোট, বড় ও মাঝারী অগণিত ষড়যন্ত্রের শিকার। আমার নবী (সাঃ) এর দামন অর্থ্যাৎ আমার নবীর সমগ্র জীবন যাপন এর ধারাটাই আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অনুপ্রেরণা। আমি মনকে সবসময় বুঝাই আমার হুজুর পাক (সাঃ) যদি এত কষ্ট, সহিষ্ণু, বিপদ সংকুল জীবন যাপন করতে পারে এবং আপন লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও, তাহলে আমি তো হুজুর পাক (সাঃ) এর সাধারণ একজন উম্মতমাত্র। তাহলে আমাকেও পারতে হবে। কারণ আমার হুজুর পাক (সাঃ) এর জীবন শিক্ষাই আমাদের মানবজাতির চলার অনুপ্রেরণা। আমার খুব বেশী শরীর খারাপ না হলে প্রায় সময়ই আল্লাহর যিকর ও দরুদ শরীফ পড়ি প্রতিটি মুহুর্তে।

আমি খুব বেশী শরীর খারাপ না লাগলে আল্লাহর জিকির ও হুজুর পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর দরুদ শরীফ পড়ি প্রাই সবসময়। এগুলি করলে খুবই প্রশান্তি অনুভব করি।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

হাশরের মাঠে খুঁজে নেবে

দুঃখের কান্ডারী মাওলা বানাইলা মোহাম্মদ (সাঃ) কে,
বেদাতীরা, স্বীকার করে না এই কথাটা ত্রিভূবনেতে।
কষ্টে মরে যাই, বেদাতীদের মন ভূলানো মোহাম্মদ (সাঃ)
বিরূদ্ধ কথা বার্তাতে।

কথার রাজা বেদাতীদের স্বভাব বুঝা দায়,
এখন হাসে, এখন কাদেঁ, এমনি বহুরূপী হয়।
এই বহুরূপীর দলেরা হাশরের মাঠেতে ক্রন্দনরত
থাকবে সুন্নিয়াতের পশ্চাতে (পিছনে)।

কতবড় সাহস তাদের, আমার পিয়ারী রাসুল (সাঃ) কে,
বলে পাড়ার বড় ভাই!!
তাদের জায়গা দোযখ ছাড়া আর কোথাও নাই।
মোহাম্মদ (সাঃ) কে নাকি আল্লাহ বানিয়েছেন
তাদের মত সাধারণ মাটি হতে।

এসব ফাসেকী কথা শুনে, কলিজা ছিঁড়ে যায়।
আল্লাহ তায়ালা তাদের আপনি রহম করুন
দোজাহানের উপরে,
হাশরের মাঠে যেন, এসব বেদাতীরা পথ
খুঁজে পায় পুলসিরাতে।

হাশরের মাঠে খুঁজে নেবে

আমি আলমগীর খানকাহ্ শরীফ এর সুন্নিয়াতের বিভিন্ন মাহ্ফিলে অংশগ্রহন করি প্রায়ই সময়। ওখানে বিভিন্ন রকম পরিবেশের থেকে ওঠে আসা বিভিন্ন রকম মন মানসিকতার মানুষের দেখা পাই। উনারা অবশ্যই আমার বান্ধবী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু বেশ কয়েকবার মহিলাগুলোর সাথে আলাপচারিতার সময় বুঝতে পারি, এদের অধিকাংশেরই সুন্নাত সম্পর্কে, আলমগীর খানকাহ্ সম্পর্কে, আমার হুজুর ক্বেবলা "সৈয়দ হযরত তৈয়্যব শাহ্" সম্বন্ধে এবং সর্বশেষে সুন্নিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে কোনো সম্যক ধারণাই নেই। ভক্তি আছে ভালবাসাও আছে।

আসলে আমি বলতে চাচ্ছি, হাশরের মাঠে খুঁজে নেবে "গদ্য কবিতা" টি দিয়ে, আমি যে বিভিন্ন সময় "সুন্নিয়াত ও বেদাআত" সম্পর্কে বান্ধবী জাতীয় মহিলাদের সাথে, আলাপ করি তখন তাদের মধ্যে যে উদ্ভুত মনের কল্পনা প্রসূত ধারণা দেখেছি তাতে, মনে অনেক আঘাত পেয়েছি। মনে হয়েছে এরা রাসূলের বাগানে আসা যাওয়া করে ঠিকই কিন্তু ঈমানের জোর খুবই কম।

যেমন একদিন এক ভাবী বলল আমাকে, আপনি যদি বেদাআতদের সাথে কথা বলতে যান, তাহলে মুহূর্তেই বেদাআতারা আপনাকে সুন্নাত এর পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে। উনার মত আলমগীর খানকাহ্ শরীফ এ নিয়মিত আসা যাওয়া করা মহিলার মুখে, এ জাতীয় সুন্নাবিরোধী কথাবার্তা শুনে মনে বড় আঘাত পেয়েছি।

ভাবীটা শিক্ষিত, মধ্য বয়সী ও ধনবতী মহিলা। ওনার স্বামী শিপিং কর্পোরেশনের বড় কর্মকর্তা। মনে হয়েছে আমাদের সুন্নিয়াতের বুনিয়াত কি এতই নড়বড়ে যে, বেদাআতদের মন ভুলানো সুন্দর সুন্দর কথায় মুহূর্তেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে যাবে। আসলে আমি বলতে চেয়েছি আমার রাসুল (সাঃ) এর বাগানে এ জাতীয় মহিলাদের না আসাই শ্রেয়। কারণ এরা আমার পেয়ারা হাবীব হুজুর পাক (সাঃ) এর বাগানে আসা যাওয়া করে আসলে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফন্দি নিয়ে। তা না হলে, এখানে আসা যাওয়া করবে, আর প্রশংসা করবে, সেইদিন মাত্র নতুন গজানো দল বেদাতদের নিয়ে যাদের উদ্ভব হয়েছে মাত্র আশি ও একশ বছর। সেটাতো ঠিক কাজ নয়। সেই উদ্দেশ্যই আমার এই আখেরাতে খুঁজে নেবে গদ্য কবিতাটি লিখেছি।

ঈমানের জোর এত কমজুড়ি হলে সুন্নিয়াতের আলমগীর খানকাহ্ শরীফে বিভিন্ন রকম যে মাহ্ফিল গুলো হয়। সেখানে আমরা মহিলারাও অংশগ্রহন করার এজাজত আছে। কিন্তু এসব ঈমানহীন ঈমানের কমজুড়ি মহিলাদের আসবার কোনো অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

বড় পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)

বড়পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)
ছিলেন, অলিকুল শিরোমণি।
হুজুর পাক (সাঃ) এর নূর থেকে পেয়েছিলেন
ক্বাদেরিয়া ত্বরিকার প্রতিধ্বনি।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সহর্ধমনী আয়েশা (রাঃ)
স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বড় পীরকে দুধ পান করিয়েছিলেন
আকণ্ঠ (গলা পর্যন্ত) আয়েশে ও আবেশে।

নবী পাক (সাঃ) স্বপ্নের মাঝেই তাইতো বলেছিলেন
হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে
আয়েশা, এতো আমাদের নয়নের পুত্তলী, আমাদেরই সন্তান।

হুজুর পাক (সাঃ) এর নসিহত প্রাপ্ত হয়ে
বড়পীর এর মাধ্যমে উদ্ভব হলো
ক্বাদেরিয়া ত্বরিকার শানেদার প্রতিচ্ছবি
অম্লান চিরস্থায়িত্বে।

বড়পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)

বড় পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) ইরাকের বাগদাদ নগরীতে যাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। বড় পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমাকে খুবই আলোড়িত করেছে। হযরত বড়পীর (রাঃ) একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বড়পীর (রাঃ) কে আকণ্ঠ দুগ্ধ পান করাচ্ছেন। তখন স্বপ্নেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বলেছিলেন যে, "আয়েশা, যত্ন করে দুধ পান করাও আমাদের নয়নের পুত্তলিকে, এতো আমাদেরই সন্তান"।

বড়পীর (রাঃ) এর আরো একটি ঘটনা আমাকে অবিভূত করেছে যে, ইসলাম প্রচারের জন্য প্রায় একান্ন বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। ইসলাম প্রচারের স্বার্থে তিনি নিজের জীবনের সুখ শান্তিকে মধ্য বয়স পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। যেহেতু আমাদের হুজুর পাক (সাঃ) বলেছেন, বিবাহ না করলে ঈমান ও পূর্ণ হয় না। বড়পীরের নিজের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা করে পারিবারিক শান্তি থেকেও দূরে ছিলেন। হযরত পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এই ক্বাদেরিয়া তরিক্বার উদ্ভাবক অর্থ্যাৎ কারিগর।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) ও মুজমায়ে ছালাতে রাসূল

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ)
আপনি তো খোদার এক অপূর্ব দান,
ক্বাদেরিয়া ত্বরিকা ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে
সে তো আপনারই লিখিত মুজমায়ে ছালাতে রাসূল
এরই অবদান।

কি! আশ্চর্যন্বিত ভাষাশৈলী, আর কি যে,
প্রাঞ্জল, বাগ্ময় আপনার লেখনী,
খোদার নিজহাতে দান ছাড়া, এমনি গায়েবী
অলৌকিক সৃষ্টি বুঝি হয় কখনি।

বিপদে, আপদে, রোগে, শোকে এই মুজমায়ে
ছালাতে রাসুল এর খতম মানত করে লোকে।
কিংবা যারা পড়ে প্রতিদিন।
সকলেই ফল পাচ্ছে অবশ্যই
চিরন্তন অমলিন।

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) ও মুজমায়ে ছালাতে রাসূল

ক্বাদেরিয়া ত্বরিকা সম্বলিত যত বই পুস্তক, দরুদ, সালাম, নাত আছে, তারই মাঝে সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) লিখিত অলৌকিক দরুদ গ্রন্থ এই মুজমায়ে ছালাতে রাসুল। পবিত্র কোরআন শরীফের পর সারা বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বুখারী শরীফের অবস্থান। বিশেষ করে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ) যখন, সুন্নিয়ার অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন আল কাদেরী সহ বাগদাদ শরীফে বড়পীর শেখ আবদুল কাদের (রাঃ) মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, সম্ভবত আশি দশকের পরে, তখন একদিন হঠাৎ (সেই সফরকালীন সময়ে) গভীর রাতের দিকে অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিনকে ডেকে হুজুর ক্বেবলা তৈয়্যব শাহ (রাঃ) বললেন "এইমাত্র আমাকে বড়পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এসে জানালেন, মুজমায়ে ছালাতে রাসুল ছাপাতে হবে এবং আলমগীর খানকাহ্ শরীফ সুন্নিয়া মাদ্রাসার নিকটবর্তী করে নির্মার্ণ করতে হবে"। তারপর থেকে মুজমায়ে ছালাতে রাসুল ছাপানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় আর আলমগীর খানকাহ্ শরীফ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। মুজমায়ে ছালাতে রাসূল মুসলিম বিশ্বেও তৃতীয় ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে আদরনীয় হয়ে উঠছে। যে কোন বড় বিপদ আপদে এবং নিয়মিত ভাবে এই মুজমায়ে ছালাতে রাসূল পড়লে উপকার মিলছে আশাতীত ভাবে অবশ্যই।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ছিরিকোট শরীফ ও ছিরিকোটী হুজুর কেবলা

ছিরিকোট শরীফ এর হুজুর আপনি ছিরিকোটী
হুজুর আপনার নাম।
বিশ্বব্যাপী সুনাম আপনার, আফ্রিকাওয়ালা,
নামে পরিচিত আপনি
রেগুনেও দিয়েছেন আপনার খেদমতের, আঞ্জাম।
হুজুর পূর নূর (সাঃ) এর জীবন অনুসরণ করি।
আওয়লাদে রসুল আপনি সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাকারী
আহলে সুন্নাত আল বায়াতের শিখা প্রজ্জ্বলন কারী।
জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা হচ্ছে,
এশিয়াতে সুন্নাতের প্রধান কেন্দ্র।
তাইতো সকলে মিলিত হই মিসকিনুদের
মিলনস্থল আলমগীর খানকাহ্ কেন্দ্রে।

ছিরিকোট শরীফ ও ছিরিকোটী হুজুর কেবলা

পাকিস্তানের ছিরিকোট শরীফ বা শেতালু শরীফে ছিরিকোট দাদাজীর, গাউছে পাক শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর নির্দেশিত এবং প্রাপ্ত কাদেরীয়া তরিক্বায়ার প্রথম নির্মিত মাদ্রাসা ও খানকা শরীফ অবস্থিত যা ছিরিকোট দাদাজীর হাতে কাদেরীয়া তরিক্বার মূল ভিত্তিস্থর, হযরত ছিরিকোট (রাঃ) আলাইহির প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান আফ্রিকার কেপটাইন নগরীতে ও আছে খানকাহ্ শরীফ ও মাদ্রাসা। যা ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন হযরত ছিরিকোটী (রাঃ) আলাইহি।

বার্মার রেগুনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মাদ্রাসা ও খানকাহ্। আমাদের জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আজকে থেকে ৫৬ বছর আগে ১৯৫৪ সালে যা এশিয়াতে সুন্নিয়াতে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,

তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,
তুমি তো জশ্নে
জুলুছ বানানেওয়ালা।
তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,
তুমি তো খোদার
তাকওয়া শিখানেওয়ালা।
তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,
তুমি তো আলমগীর
খানকাহ্ করনেওয়ালা।
তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,
তুমি তো সুন্নিয়াতের
ঝান্ডাওয়ালা।
তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,
তুমি তো কাদ্বেরিয়া
ত্বরিকার মাঝিওয়ালা।
তৈয়্যব শাহ্, তৈয়্যব শাহ্,
তুমি তো মাতৃগর্ভজাত
অলি আল্লাহ্।

তৈয়্যব শাহ্ তৈয়্যব শাহ্

আমার মুর্শিদে বরহক হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ) আমার জীবনে অনেক বড় আর্দশ। আমার মুর্শিদে বরহকের দরবারে যদি না যেতাম, বা না চিনতাম। তাহলে আল্লাহ্ পাকের তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রেরণা আমি কোথা থেকে পেতাম! আমি আমার জীবনের অনেক সুবর্ণ সময় অর্থ্যাৎ যাকে ইংরেজীতে বলে Golden Period অনেক লাঞ্চনা-গঞ্জনা এবং আপনদের দ্বারা অনেক অত্যাচারিত হয়ে কাটিয়েছি এবং বর্তমানেও এই মধ্যবয়সে এসেও সেই একি অবস্থায় মধ্যেও আর্বতিত রয়েছি বা ঘুরপাক খাচ্ছি।

তবুও কখনো নীতি বিচ্যুত হয়নি। দুনিয়াদারীর চাকচিক্য জৌলুসে চোখ ধাঁদিয়ে খোদার তাকওয়া থেকে দূরে সরে যাই নি। আমার হুজুর আমার মুর্শিদে বরহক আমার "জশ্নে জুলুছ বানানেওয়ালা" খ্যাত হযরত সৈয়দ তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ) এর জিনদাহ্ রুহানীর ফয়ুজাত কল্যাণের উসিলাই আমার এ কষ্টসাধ্য জীবনের, কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে ওঠার মূলমন্ত্র বা প্রেরণা।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

তাহের শাহ্ হুজুর ক্বেবলা

তাহের শাহ্ হুজুর ক্বেবলা আপনাকে নিয়ে
কত রকম কথার ফুল ঝুড়ি শুনি !!
অথচ ওরা হল বেদাআত,
সুন্নিয়াতের বাঁধা।
আপনি আসেন কত আশা জাগিয়ে,
আকাংখাকে পদ্মফুল এর মতো পরিস্ফুটিত
করে এবং নূরানী ঝলক হয়ে।
অথচ ওরা বলে !! ওরা বলে, আপনি
নাকি আপেল বেপারী !!
কত বড় বেয়াদবিমূলক কথা তারা
তৈরী করে খোদার অলির সম্পর্কে।
হুজুর আপনার, ঐ পাগল করা, নূরানী চেহারার
আমরা সকলে দেওয়ানী।
মনে হয় যেন আমরা, খোদার সঙ্গে
বসলাম এখুনি।
আপনারা অলি বংশ পরম্পরায়, অসীম ভাগ্যবান
আমরা যারা সাধারণ তারা তো ধন্য হই
আপনাদের সান্নিধ্যে যেতে পারলে।
মনে হয় শুধু খোদার প্রতিচ্ছায়া ও পিয়ারী
হাবিবের নূরের ঝলক ছটা আপনাদের
মাঝেই বিরাজমান।
তাইতো ওরা যাই বলুক টিপ্পনী কেটে হাজার বার
সুন্নিয়াতের ধারক যারা বাহক যারা
তাদের কিছু যায় আসে না
তাতেও কোনো কিছুই একটি বারও।

তাহের শাহ্ হুজুর ক্বেবলা

রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীক্বত গাউছে জামান হযরাতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ ছাহেব কেবলা (মা.জি.আ.) আমার মুর্শিদে বরহক সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্র (রাঃ) জ্যেষ্ঠ্য পুত্র।

হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের শাহ্ (রাঃ) (মা.জি.আ.) এর সাথে আমার খুবই মধুর একটি ঘটনা আছে। আমি হুজুরের জন্য দুইটি কাঁধের রুমাল, একটি টুপি ও একটি নিজের লেখা সুন্না ভিত্তিক কাব্য কথা উর্দুতে লিখে নিয়ে যাই। কিন্তু হুজুরের নূরানী চেহারার ঝলক দেখে, আমি হতবিহ্বল হয়ে যাই। খেই হারিয়ে ফেলি। কিন্তু হুজুর ক্বেবলা ব্যাপারটি খেয়াল করেন। সেজন্য তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য সামনের রুমে চলে গিয়েও সবাইকে অবাক করে দিয়ে পিছন পায়ে কিছুটা হেঁটে ভিতরের রুমে আবার চলে আসেন। যেখানে আমরা দুইটি পরিবার হুজুর ক্বেবলার সাথে দেখা করেতে গিয়েছিলাম। তখন হুজুর কেবলা তাহের শাহ (রাঃ) (মঃজিঃআঃ) আমাকে হাতের প্যাকটি দেখিয়ে জিজ্ঞাস করলেন "ইয়ে কিসকে লিয়ে" অর্থাৎ এটা কার জন্য। হুজুর ক্বেবলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কিছুক্ষণ অবাক নয়নে তাকিয়ে থেকে স্বম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, "ইয়ে আপকে লিয়ে" অর্থ্যাৎ আপনার জন্য।

এ ঘটনার পর থেকে আমি সুন্নাভিত্তিক বই পড়ার জন্য এবং নিজের ভিতর থেকে অর্থ্যাৎ আমার অন্তর থেকে লেখার জন্য তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম, অনবরত প্রতিনিয়ত এবং আমার দিন দিন সুন্নাভিত্তিক জানার আগ্রহ ও লেখার আগ্রহ বেড়েই চলেছে।

খোদা তোমার মহিমা

খোদা তোমার মহিমান্বিত গুণের নাই
তো কোনো শেষ।
এই পৃথিবীর সকল কিছু তোমারিই
দান অশেষ।
যে দিকে তাকাই আকাশ কিংবা
ভূপৃষ্ঠ তল।
তোমার অসীম কুদরতে ভরে যায়
মন প্রাণ অতল।
তুমি খোদা সর্বজ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান
তোমার সৃষ্টি নাই তো শেষ
গোটা বিশ্বমান।
তুমি যদি ইচ্ছা কর তবেই হবে,
আমার পিয়ারী হাবিব হুজুরে পাক (সাঃ)
উসিলা হাশরের মাঠেতে।
তবেই আমরা উম্মতে মোহাম্মদী
পরিচয় পাব আখিরাতের পুলসিরাতে।

খোদা তোমার মহিমা

খোদা রাহমানুর রহিম। তুমি এ অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কারিগর। তোমার মহিমার, তোমার গুণের নাই তো কোনো শেষ। তুমি খালেকু, তুমি জব্বারু, তুমি মালিকু, তুমি ছাত্তারু, তুমি অসীম দয়ার ভান্ডার।

যেদিকে তাকাই, চারিদিকে কি অপূর্ব সবুজের সমাহার। নদী, সমুদ্র, পাহাড় মাঠে ঘাঠে বন বনানীতে, পাখিদের কল কাকলিতে যেন শুধু তোমারই গুঞ্জরন। তোমারি গুণকীর্তনে অহোরাত্র, দিবানিশি সারা প্রকৃতি যেন ব্যস্ত। মানুষ থেকে শুরু করে প্রকৃতি, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-সমুদ্র সকলেই যেন সারাক্ষণ পড়ছে "লা ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মাদুর রাসূল আল্লাহ"।

কিন্তু যারা নতুন দল বা বেদাআত তারা এই কথাটা নিয়ে অর্থ্যাৎ "লা ইলাহা ইল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূল আল্লাহ" বাক্যটি নিয়ে সমালোচনা করে দেবে, পড়ার পর হয়ত। তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটি কথাই বলব পৃথিবীতে "আহলে সুন্নাত আল জামায়াত" এর ঝান্ডা বা পতাকা উড়ছে আদি অনন্তকাল ধরে। আল্লাহ পাকের অবশ্যই ইচ্ছা নিয়ে সেটা কখনো কখনো কোনো কোনো শতাব্দীতে বা কোনো কোনো যুগে বিশেষ করে বিগত একশ বছর বা আশি বছর ধরে কিছু "বেদাআত" অর্থ্যাৎ তারা নতুন দল। এই নতুন দল বা নতুন কিছু বলার লোকেরা, ফ্যাতনা ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে রাখে এই বাক্যটিকে ঘিরে। এ কথাগুলো অবতারনা আমি এই খোদার মহিমা ছোট্ট প্রবন্ধটিতে এজন্যই উল্লেখ করলাম কারণ আল্লাহ পাক ও হুজুর পাক (সাঃ) উহারা তো "দুইয়ে মিলে এক" একজনের কথা আসলে অন্যজনের নাম নিতেই হবে সকলকেই অবশ্যম্ভাবীভাবে। কারণ উনার দুজনেই তো বন্ধু।

খোদা তোমার মহিমার শেষ নাই বলে তো আমার পিয়ারী হাবিব হুজুর পাক (সাঃ) মত বিশ্ব মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকৃত, বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক, তুমি আমাদের মাঝে নেয়ামত হিসেবে দান করেছো।

মেলা বানিয়ে দিলাম

তোদেরকে আমি মেলা বানিয়ে দিলাম
খোদার ইচ্ছা নিয়ে।
তোরা আনন্দ, উল্লাস করিস,
আমাকে আর আমার আত্নজাদের
বাদ দিয়ে।
রুহ যদি কাঁদে, খোদার প্রাণে
লাগে কষ্ট।
মন ভাঙ্গা যদি হয় মসজিদ
ভাঙ্গার শামিল।
হাশরের মাঠে তোদের তাহলে,
বিপদ আছে জানিস।
আমিতো মানুষ তোদেরই মতো,
সবার সাথে সখ্যতা করে বাঁচতে
ইচ্ছা করে।
কিন্ত মুনাফেকী করা তোদের
পুরানো স্বভাব
আমি কিছু নাহি মনে করি।
হাশরের মাঠে আমল নামা যদি হয়
খোলা, সেদিন জবাব দিবি কেমন করে
এই মুনাফেকী খেলার।
দুনিয়াদারীতো তিনদিনের হাট বাজার
তাই বুঝি এত মধুর।
তাইতো মনে স্বাদ জাগে আমার
মনুষ্য নিয়মে বার বার।
কিন্ত তোরা আমার আপন স্বজন হয়েও
আমাকে মাপলি শুধু টাকার দাঁড়িপাল্লায়
তাইতো আমায় একঘরে করে রাখিস!!
কাজ শেষে ফেলে দিস নালায়।

মেলা বানিয়ে দিলাম

"মেলা বানিয়ে দিলাম" কথাটি দিয়ে আমি যে কাব্য ঢঙের কবিতাটি লিখেছি, তা বিগত দুই যুগের মতো, আত্নীয়দের কাছ থেকে অনেক মধুর মধুর আঘাত পাবার ফল। আপনাদের হয়ত মনে আসতে পারে লেখিকা কি এমন মহান উপকার করেছে আত্নীয়দের যে, তার ফলে" মেলা বানিয়ে দিলাম" কবিতা তৈরী করে ফেলেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন সাধ্যমত উপকার আমি তাদের করেছি।

আমার বিয়ের পর পরই এক মধ্যরয়স্কা মহিলা আমার আত্নীয়া ওনার দুইটি কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে স্বামী বের করে দেওয়ার পর, আমার কাছে এসে ছেলে দুইটিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, আমার ছেলে দুটি তোর হাতে দিয়ে গেলাম। তুই ওদের দেখাশুনা করিস এবং আমার স্বামীকেও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেই ছেলে দুইটির একজন যখন আমার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে একটি ছোট প্রোপ্রাটি জাতীয় কাজে যেয়ে, সাহায্য করাতো দূরে থাক, সে সাহায্য সহযোগিতার নামে সেখানে গিয়ে হাসা ছাড়া তেমন কোনো উপকারমুলক বাক্য খরচ করেনি। তাহলে আপনারাই বলুন? আজকে যে ওদের ঘর, ওদের সংসার টিকে আছে সেটার পিছনে আমার কি কোন অবদান নাই? আমার স্বামী আমাকে তখন সেই দুই যুগ আগে বলে ছিল তুমি ঘরে থাক, তুমি যদি রাজি হও ওরা এখানে থাকুক কয়েকদিন। আমি তখন বলেছিলাম আমার ওই মধ্যবয়স্কা আত্নীয়াটির ব্যাপারে উনার স্বামীর সাথে যে ব্যবধান তৈরী হয়েছে সেটা মিটে গেলেই, ওরা ওদের ঘরে ফিরে যাবে, মাকে নিয়ে।

অথচ এই মহিলাই আজকে দুই যুগ পরে এসে আমি যখন ওনার ছেলেদের কাছে গিয়েছিলাম আমার নিকট আত্নীয়ের দাবীতে আমার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে সহযোগিতার আশায় ঐ প্রোপ্রাটির কাজের জন্য। তখন উনি অর্থ্যাৎ আমার ঐ নিকট আত্নীয়া মহিলাটি আমাকে সামনের রুম থেকে ভিতরের রুমেও যেতে বাধা দিচ্ছিলেন। এমন কি আমাকে হাত দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে ও বাঁধা দিচ্ছিলেন ভেতরের রুমে যেতে না পারি সেজন্য। আমি বাসায় এসে অনেক কেঁদেছি ভেবেছি আল্লাহ তুমি সুরা ইয়াছিনের যে লিখেছ, ওদেরকে আমি কিছুকাল সুখ ভোগ করতে দিয়েছি, কিন্তু আমি চাইলেই ওদেরকে মাঝপথে পাকড়াও করতে পারতাম কিন্ত আমি তা করিনি। ওরা হল সেই ভোগ বিলাসী সম্প্রদায়। যাদেরকে আমি কিছুকাল জীবন উপভোগ করতে দিয়েছি। আমি এই আয়াতের উপর আমল করে ধৈর্য্য ধারণ করে আছি আল্লাহ পাকের অসীম কৃপায়।

ঐ কবরের আধাঁরে কেমন করে থাকিব

ঐ কবরের আঁধারে কেমন করে থাকিব
তোমরা কি কখনো, সেটা ভেবে দেখেছ?
মুনকীর নকীর ফেরেশতা যখন আসিবে সামনে
কি করেছো দুনিয়াতে জবাব দেবে কেমনে?

ঐ কবরের আঁধারে কেমন করে থাকিব
তোমরা কি কখনো, সেটা ভেবে দেখেছ?
হাশরের মাঠেতে আমার নবীর শাফায়াত যদি
পেতে চাও তোমরা অহোরাত্র দিবানিশি,
দরুদ শরীফ পড়ো সকলে মিলে।

ঐ কবরের আঁধারে কেমনে করে থাকিব
তোমরা কি কখনো, সেটা ভেবে দেখেছ?

দুনিয়াদারীর ফ্যাসাদে যদি তোমরা আটক হও,
নামায, রোজা ছেড়ে দিয়ে ছুটতে থাক শুধু তোমরা
একবার ও তো ভাব না হাশরের মাঠেতে
আল্লাহ পাকের ইচ্ছা নিয়ে হুজুর পাক (সাঃ)
করবেন শাফায়াত আমাদের।

ঐ কবরের আঁধারে কেমন করে থাকিব
তোমরা কি কখনো, সেটা ভেবে দেখেছ?

ঐ কবরের আঁধারে কেমন করে থাকিব

জন্মিলে সকলকে মরতে হবে একদিন এ কথাটা আমরা কজনই বা স্মরণ করি প্রতিদিন। ঐ কবরের আঁধারে, আত্মীয় স্বজনেরা যখন শুইয়ে দিয়ে আসবে আমাদের, তখন আত্মীয়রা বাড়িতে পৌছানোর আগেই মনে হয় মুনকীর নকীর ফেরেশ্তা আমাদের কাছে কি কি জানাতে চাইবে, আমরা কি সেজন্য কোন সময় তটস্থ থাকি বা ভয়ে ভীত থাকি কি না, সে তো আমরা নিজেরাই ভাল করে জানি।

আমরা সবসময় দুনিয়াদারীর চাকচিক্যে ও ভোগ লালসায় মত্ত থাকি। আমাদের এত সময় কোথায়, মৃত্যুর কথা ভাববার, কবরের শাস্তির কথা ভাববার কাকে মেরে কে বড় হব, আরো ধনী হব, আরো অগাধ সম্পদের মালিক হব, এসব প্রতিযোগিতাই ছুটছি মত্ত হয়ে সকলে।

যারা মাঝে মধ্যে হলেও কবরের কথা, মরে যাওয়ার কথা সামান্য পরিমাণে হলে ও ভাবে তারাই কষ্টকে বরণ করে নিতে শেখে। ভাবে আল্লাহর কাছে গেলে সবই পাব আমি। আল্লাহ তো বলেছেন, বান্দাদের সকল কাজ কর্ম চলাফেরা, কথাবার্তা, সমস্ত কিছুই উনি লিপিবদ্ধ করেন স্পষ্ট কিভাবে।

সুতরাং যারা এ কথাগুলো জানে এবং শুনে অর্থ্যাৎ কিছুটা হলেও মানার চেষ্ঠা করে তারাই ক্ষমাশীল হয়। ঐ কবরের আঁধারের কথা ভেবেই।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

-ফাতেমা নাজনীন

মুদ্রণ :